দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 13 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

বাড়াতে হবে শিক্ষার মান

মোহাম্মাদ নজাবত আলী

শিক্ষাকে সভ্য জাতির মূল স্তম্ভ হিসেবে ধরা হয়। কেননা একটি জাতির সার্বিক উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতির কোনো বিকল্প নেই। একটি জাতি শিক্ষাদীক্ষায় কতটা উন্নত, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির বিকাশ কতটা অগ্রসরমান তা অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। শিক্ষা একটি জাতিকে সঠিক পথনির্দেশ করে সৃজনশীলতা বিকাশে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি জাতির উন্নতির পূর্বশর্ত শিক্ষা। এর প্রকৃত অর্থ শিক্ষাই অসভ্য-বর্বর জাতিকে যুগে যুগে আলোর পথে এগিয়েছে। ব্যক্তিপর্যায় থেকে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে মৌলিক ভূমিকা রাখে শিক্ষা। আর এ কারণেই বলা হয় শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।

যাহোক বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, মেধা-মননের বিকাশের ক্ষেত্রে যে ক'টি খাত রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। এ খাতটি একটি রাষ্ট্রে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিকের মেধা, চিন্তা, শক্তি স্বাভাবিক জীবনবোধের জাগরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, এ খাতের উন্নয়নকল্পে যা যা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা থেকে রাষ্ট্র অনেক দূরে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের যেমন চিত্তবিনোদনের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকা দরকার, তেমনি সুষ্ঠু পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নও জরুরি। এসবের চেয়ে বড় সমস্যা আমাদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ খুবই কম। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণের চেয়ে বাংলাদেশে অত্যন্ত কম। আমাদের রাষ্ট্র এসব নিয়ে ভাবে কিনা তা সন্দেহ। বাংলাদেশে এমন কিছু খাত আছে যেখানে বরাদ্দ অনেক অথবা উৎপাদনশীল খাত নয় সেখানে বরাদ্দ বাড়ানো হয় আর শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ে না, বরং কমে। আমাদের রাষ্ট্র সব সময় খাত নিয়ে উদাসীন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, কাঙ্ক্ষিত সুফল পেতে এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি। রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতের মধ্যে শিক্ষা খাতের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা এ খাতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের উন্নয়ন। রাষ্ট্রের নাগরিককে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা, মানবিক উন্নয়ন ও মনুষ্যত্বের অধিকারী করে গড়ে তুলতে হবে বিপুল জনগোষ্ঠীকে। কাজেই বলা যায়, শিক্ষাই জাতি গঠনের মূল স্তম্ভ। দেশ শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোরদের কলরবে যখন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হয় মুখরিত তখন আমরা ভাবি এরাই একদিন দেশ পরিচালনা করবে, এরাই আমাদের ভরসা ও ভবিষ্যৎ।

সুতরাং শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, দেশ-জাতির উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা। ইতোমধ্যে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে মোট ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫২৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৮ লাখ ৪২ হাজার ৯৩৩ জন ছাত্র ও ৮ লাখ ৮ হাজার ৪৯০ জন ছাত্রী। গড় পাসের হার ৮৮.২৯। এবার মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন। গতবারের চেয়ে এবার পাসের হার ১.২৫ ভাগ বেশি। বিভিন্ন বোর্ড অনুযায়ী ঢাকা বোর্ড ৮৮.৬৭, রাজশাহী ৯৫.৭০, সিলেট ৮৪.৭৭, চট্টগ্রাম ৯০.৪৪, বরিশাল ৭৯.৪১, কুমিল্লা ৮৪, দিনাজপুর ৮৯.৫৯, যশোর বোর্ড ৯১.৮৫। কারিগরি ৮৩.১১ এবং মাদ্রাসা বোর্ড ৮৮.২২। এবার ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর পাসের হার বেশি। আবার মানবিকের চেয়ে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী বেশি পাস করেছে। শতভাগ পাসকৃত প্রতিষ্ঠান ৪ হাজার ৭৪৩টি। তবে কোনো শিক্ষার্থীই পাস করেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৩টি। শূন্য পাসকৃত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে শিক্ষামন্ত্রী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। যাহোক বরাবরের মতো এবারও শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের শেষ নেই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি আমাদের আশাবাদী করলেও এখনো সমতাভিত্তিক গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে

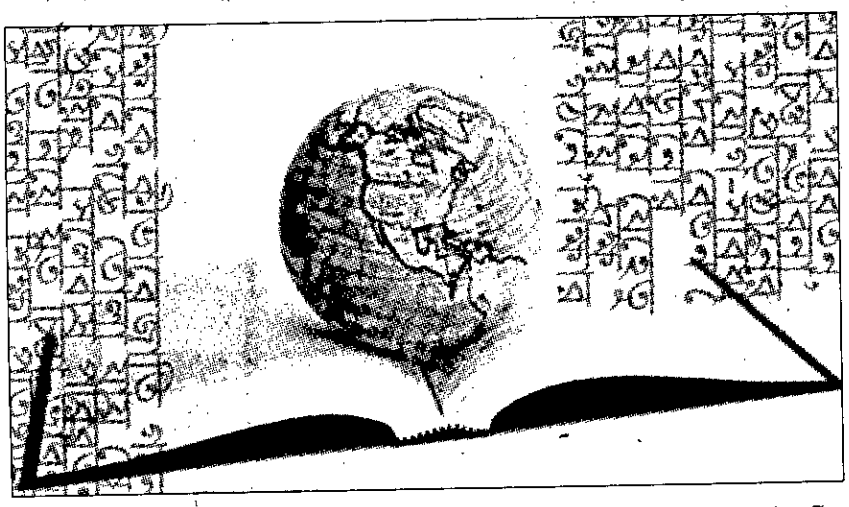

ওঠেনি। সরকারি, বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন, এ-লেভেল, ও-লেভেল ইত্যাদি। অথচ আমাদের সংবিধানে সমতাভিত্তিক সর্বজনীন শিক্ষার কথা উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হবে একমুখী, দ্বিমুখী বা বহুমুখী নয়। কিন্তু বাস্তবে এর উল্টো চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি, বেসরকারি শব্দ দিয়ে বিভাজন তৈরি করা হয়েছে যা সংবিধানপরিপন্থী। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের দক্ষ, সুনাগরিক ও মানবিক করে গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে হতে হবে সচেতন। যে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পাস করেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে ভালো রেজাল্টও করেছে (জিপিএ-৫ ও গোল্ডেন-এ প্লাস), কতজন শিক্ষার্থীর প্রকৃত মেধার বিকাশ ঘটেছে– এ প্রশ্ন অস্বাভাবিক ও অপ্রাসঙ্গিক নয়। আমার এ মতের সঙ্গে অনেকের দ্বিমতও থাকতে পারে। কিন্তু বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে শুধু পাস নয়, আমাদের নজর দিতে হবে শিক্ষার মানের ওপর। কারণ পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক জিনিস নয়। প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে মন-মস্তিষ্ক ও অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা। বুদ্ধি বৃদ্ধির বিকাশ ঘটানো। সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও তাই। একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করে মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে নিজেকে তৈরি করবে। সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে পরীক্ষা ও প্রশ্ন পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন করেছে। চালু করেছে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রণয়ন। কিন্তু এ পদ্ধতিতে গোলকধাঁধায় পড়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী। সৃজনশীল পদ্ধতি আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থায় একেবারে নতুন। এ পদ্ধতি মানোন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এটা সবার প্রত্যাশা। শিক্ষা গবেষকদের মধ্যেও এক ধরনের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে সৃজনশীল পদ্ধতির সার্বিক প্রয়োগ নিয়ে। একজন শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে তৈরি করে পরীক্ষার খাতায় সাজিয়ে লিখবে। কিন্তু বাজারে এখনো প্রচলিত নোট-গাইড, শিক্ষার্থীরা সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে, এতে শিক্ষার্থীরা মেধার বিকাশ ও সৃজনশীলতা তৈরিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সৃজনশীল শব্দের অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা। একজন শিক্ষার্থীর মাঝে সৃষ্টিশীলতা তৈরি হওয়া মানেই সৃজনশীলতা তৈরি হওয়া। কিন্তু শিক্ষার্থীরা এখনো যে নোট-গাইডের ওপর নির্ভরশীল তা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে তাদের প্রকৃত মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে না।

সমকালীন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা অনিয়ম চেপে বসেছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষার মান ও কাঠামো নিয়ে। বর্তমান শিক্ষা আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে না শেখাতে পারছে জীবনবোধ, মনুষ্যত্ব অর্জন, না পারছে বেকারত্বের অবসান, না পারছে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে। নানা অনিয়ম ও বৈষম্যের মধ্যে চলছে। উল্লেখ করা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি শব্দ দিয়ে তো শিক্ষাকে বিভাজন করা হয়েছে। অথচ আমাদের সংবিধানে শিক্ষাকে বিভাজন করা হয়নি। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা হবে সংবিধান অনুযায়ী সর্বজনীন ও গণমুখী। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা। উপরন্তু শিক্ষা খাতে বরাদ্দ একেবারেই কম। শিক্ষার মান বাড়াতে গেলে অবশ্যই বরাদ্দ বৃদ্ধি করা জরুরি। বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকা উচিত। পৃথিবীর সব দেশে শিক্ষাকে জাতির উন্নয়নের মূল চাবি হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টো। এবার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ পেয়েছে জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ। আগের অর্থবছরে ছিল ২.১৬ শতাংশ। জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা ইউনিসেফ যা শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করে। সেই ইউনিসেফের সুপারিশ হচ্ছে, শিক্ষা খাতে একটি দেশের বরাদ্দ হওয়া উচিত জিডিপির ৬ শতাংশ। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ওই সংস্থার সুপারিশের চেয়ে অনেক কম। অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনাম শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির ৬.৬ শতাংশ বিনিয়োগ করে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি ছিল আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ২২ শতাংশ। কিন্তু সে বরাদ্দ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন এ দেশের রাজনীতিবিদরা। বরং সে সময় থেকেই বরাদ্দ কমতে শুরু করে যা মাত্র ২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমার বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি যা বলেছেন তাতে আমাদের শিক্ষা খাতে রুগ্নতা ও দীনতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন, আমি যখনই দায়িত্ব নিই তখন শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল শতকরা ১৪ ভাগ। পরের বছরে তা কমে এসে দাঁড়ায় ১৩ ভাগ। এখন তা ১১ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরও বলেন, সারা বিশ্বে যেখানে শিক্ষা বাজেট বাড়ছে সেখানে আমাদের কমতে শুরু করেছে। অথচ দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকেই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল। শিক্ষামন্ত্রীর এ ধরনের উপলব্ধি সত্যিই বাস্তবসম্মত এবং একই সঙ্গে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে কমে আসায় তার বক্তব্যে হতাশার চিত্রও ফুটে উঠেছে।

প্রতিটি সরকার শিক্ষাকে কীভাবে জাতি গঠন ও উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলা যায় সে লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন, সিলেবাস পরিবর্তন, ক্যারিকুলাম ও পদ্ধতি নিয়ে যত চিন্তা-ভাবনা ও অর্থ ব্যয় হয় সে তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, শিক্ষা খাতে নানা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ ও শিক্ষার মান বাড়ানোর কোনো পদক্ষেপ নেই। শিক্ষার মাধ্যমে যেহেতু একটি দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হয় ও সমাজ গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই বিদেশের মতো আমাদেরও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সরকারকে এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। শতভাগ পাসের পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ, স্বচ্ছ করতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে ও কাঙ্ক্ষিত সুফল পেতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোসহ বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

লেখক : শিক্ষক ও কলামনিস্ট